

২/১০/২০০০

যুগান্তর

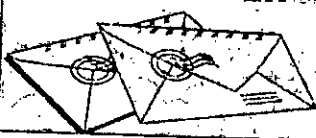
তারিখ...
পৃষ্ঠা... ৪... কলাম... ১...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষের প্রতি

গত ৪ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০০ সালের বিএ/বিএসএস/বিএস/বিএসসি অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। আমরা বাংলাদেশ ছাত্রছাত্রী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি।

৪র্থ ও ৫ম পত্র সিলেবাস অনুযায়ী আগের মানবন্টন হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পত্র পর্যন্ত প্রশ্নের ধারা



চিঠিপত্র

আমাদের কারও মোটেই জানা ছিল না। এছাড়া প্রশ্নের মানবন্টন কমিয়ে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকগুলো

আবুল কাশেম সেলিম
অনার্স পার্ট-৩ (পরীক্ষার্থী), বাংলা বিভাগ,
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
কুমিল্লা

ও মানবন্টন পরিবর্তন করা হয়েছে যা আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অভিহিত করেনি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের ষষ্ঠ পত্রের মানবন্টন তুলে ধরি।

* ১৯৯৯ সালের প্রশ্নের মানবন্টন : ক বিভাগ, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার ৫০ (২০+১০+১০+১০)। খ বিভাগ, নাটক-৫০ (১৫+১৫+ ১৫+৫)। ৫টি প্রশ্ন থেকে ৩টির উত্তর দিতে হতো যার সবগুলোর সঙ্গে অথবা ছিল। ব্যাখ্যা ৪টি থেকে ১টির উত্তর দিতে হতো।

* ২০০০ সালের প্রশ্নের মানবন্টন : ক বিভাগ, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার-২০ (৫৪)। ৬টি প্রশ্ন থেকে ৪টির উত্তর প্রদান, যার প্রত্যেকটির মান ৫ নম্বর কিন্তু কোন অথবা ছিল না। খ বিভাগ, নাটক-৮০ (২০+২০+২০+২০)। ৫টি প্রশ্ন থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে অথবা ছিল। তবে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ৪টি ব্যাখ্যার উত্তরই দিতে হবে। যার মানবন্টন ছিল (৫৪)=২০। একইভাবে ৭ম ও ৮ম পত্রের প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন ওলটপালট করা হয়েছে। যা

প্রশ্ন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে- যা চার ঘণ্টার মধ্যে লিখে শেষ করা অত্যন্ত দুরূহ। এটা স্যাররাও স্বীকার করেছেন। ষষ্ঠ পত্রের প্রশ্নের মানবন্টনে ওলটপালট দেখার পর স্যারদের সঙ্গে দেখা করে অন্যান্য পত্রের মানবন্টন সম্পর্কে জানতে চাইলাম কিন্তু স্যাররা কিছুই বলতে পারেননি। এমনকি নিজেকেই মধ্যে বলাবলি করেছেন- ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন করার কারণ কি? হানান হায়দার, নার্গিস আক্তার নীপা, ফিরোজা আক্তার রেখা, রাখী সাহা,